# কৌশিক চক্রবর্তী

# ছাইয়ের পেয়ালার চাঁদ অনুবাদ হয় নীল নোটবুকে: জাঁ-জোসেফ রাব্যরিভলো'র কবিতা

জাঁ-জোসেফ রাব্যরিভলো, ১৯০১ থেকে ১৯৩৭, মাত্র ৩৬ বছরের জীবন,সেইটুকু জীবনের লেখালেখিতেই তিনি আফ্রিকার এক অর্থে প্রথম আধুনিক কবি, আর নিঃসন্দেহে মাদাগাস্কার দ্বীপরাষ্ট্রের মহত্তম অক্ষরশিল্পী। জন্মসূত্রে জোসেফ-কাসিমির র‍্যাব্যারিভলো, মাদাগাস্কারের সম্ভ্রান্ত মেরিনা সামন্তবংশজাত, মায়ের 'অবৈধ' সন্তান। জোসেফের জীবন প্রথম থেকেই প্রথাবিরোধী। ১৮৮৭ সালে মাদাগাস্কার যখন ফরাসি উপনিবেশ হয়ে তার পরিচয় পাল্টাচ্ছে, আর সমস্ত সামন্তবংশ চিরকালীন ঔপনিবেশিকতার বলি হয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি আর সম্মান খোয়াচ্ছে, ঠিক তার ৪ বছর পরেই জন্ম নেওয়া জোসেফকে এক অর্থে ঔপনিবেশিকতার প্রথম প্রজন্মই বলা চলে।

এই ঔপনিবেশিকতার ফসল হিসেবেই তাঁর কবিতা আফ্রিকান ফ্র্যাংকোফোনির পুরোধা। একদিকে তাঁর মালাগাসি জন্মসূত্র, তার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক রক্ত তাঁর শিরায়, অথচ ঔপনিবেশিক প্রভুর শাসনে তিনি বিত্তহীন, আবার সেই প্রভুর ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অপার অনুরাগ, একদিকে তাঁর দেশে তাঁর যশ, অন্যদিকে জীবনযাপনের বেহিসেবিয়ানায় তাঁর সারা জীবনের অর্থকষ্ট— এই অনেকানেক দ্বন্দ্ব ও বিরোধাভাস ছায়া ফেলেছে তাঁর কবিতায়। সেখানে একদিকে যেমন মিশেছে মালাগাসি মাটির গন্ধ, তার লৌকিক মোটিফ, কিংবদন্তী, অন্যদিকে মিশেছে ফরাসি পরাবাস্তবতার ভাবনা। মেয়ের মৃত্যুর পর তাঁর লেখা ক্রমশ হয়ে উঠেছে জটিল, একইসঙ্গে অভ্যস্ত কবিতার সীমানা পেরোনো, তীব্র এক বিষণ্ণতা সেখানে মিলেমিশে গেছে। সাহিত্য সমালোচক ক্লেয়ার রিফার্দ-এর মতে রাব্যারিভলো'র কবিতায় মিশে আছে "his strangest, evoking rural and commonplace images alongside unexpected dreamlike visions, superimposing the new and the forgotton..." অন্যদিকে আর্নো সাবাতিয়ের-এর ভাষায় রাব্যরিভলো'র কবিতার এই পরিবর্তন আসলে "the rediscovery and embrace of the sound and images of traditional Malagasy poetry, from which he had previously distanced himself or which he had subjected to the colonial language and culture- এর প্রতিচ্ছবি।

বিচিত্র এক জীবন জাঁ-জোসেফ রাব্যরিভলো'র। দুর্বিনীত ছাত্র হওয়ার দোষে স্কুল থেকে বিতাড়িত, তাই প্রথাগত পড়াশোনা তাঁর খুব বেশি এগোয়নি। কিন্তু স্বশিক্ষায় তিনি ফরাসি, স্প্যানিস, ইংলিশ ও হিব্রু ভাষা শিখে কবিতার আরও কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে গেছেন আজীবন। ১৪ বছর বয়সে সেই যে লেখা আর ফরাসি সাহিত্যের ভূত চাপল মাথায়, প্রথমে কে. ভার্বাল, তারপর আমাঁস ভামন্দ বা জঁ ওস্মে ছদ্মনামে, আর শেষে ফরাসি দার্শনিক জাঁ-জাক রুশো'র মতন জে. জে. আদ্যক্ষর লিখবেন ভেবে নিজের নাম জোসেফ-কাসিমির থেকে বদলে হয়ে গেলেন জাঁ-জোসেফ।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাবই 'ছাইয়ের পেয়ালা'-র সূত্র ধরেই তিনি ফরাসি-আফ্রিকান সাহিত্য জগতে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের দেশের উচ্চবর্গীয় সাহিত্য-সমাজে তিনি হয়ে রইলেন ব্রাত্য। তাঁর নিজের ভাষার একটা বড়ো অংশের মানুষ তাঁকে ঔপনিবেশিক প্রভুভক্ত বলে দূরে সরিয়ে রাখল আবার ফরাসি সাহিত্যের মূল স্রোতেও তিনি কেবলমাত্র পশ্চিমাপ্রভুর প্রসাদে 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠা এক অন্ধকার দেশের প্রতিভূ হয়ে রইলেন। যাকে আশ্চর্যজনক ভাবে ফরাসি রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের 'মিলেমিশে থাকার শাসনব্যবস্থা'-র বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করে গেল, আর আফ্রিকান নেগ্রিচিউড আন্দোলনের একাংশের চোখে জাঁ-জোসেফ রাব্যারিভলো হয়ে গেলেন ঔপনিবেশিক মাদাগাস্কারের প্রথম সাহিত্য-শহীদ।

৩০-এর দশকের প্রায় পুরোটা জুড়েই জাঁ-জোসেফ রাব্যারিভলো তাঁর লেখালেখির তুঙ্গে। কবিতা-উপন্যাস-শিল্প সমালোচনা লেখার পাশাপাশি লিখেছেন মাদাগাস্কারের প্রথম ও সম্ভবত আজ অবধি একমাত্র অপেরা। অনুবাদ করেছেন ব্যোদলেয়র, হুটম্যান, রিলকের কবিতা। আর লিখেছেন বেশ কয়েক খণ্ড জার্নাল। যার একাংশ তিনি নিজে হাতে ধ্বংস করে দেওয়ার পরও, যা আছে, তার সাহিত্য মূল্য অসীম।

পেয়েছেন অগাধ সাহিত্য খ্যাতি, নাম। কিন্তু, ওই যে— এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে— তাই প্রথমজীবনে নিজের গ্রামে একটা অসামান্য লাইব্রেরি বানাবার স্বপ্ন দেখে বই কিনে তা পাঠানোর জন্য গাড়ি ভাড়া করে করে খরচা করে ফেলেছেন সামান্য চাকরির প্রায় পুরো উর্পাজন। তারপর যতদিন গেছে, মদ আর আফিমের নেশা, মেয়ের মৃত্যুজনিত শোকে সে নেশার ঝোঁক আরও বেড়ে চলা— তার কারণে বাজারে ক্রমাগত বেড়ে চলা ধার— যার ফলস্বরূপ আজীবনের অর্থকষ্ট— জাঁ-জোসেফ রাব্যারিভলো'কে ক্রমশ আত্মধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সে বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ। আর এমনই রোমাঞ্চকর

সে মৃত্যুমুহূর্ত যে তার পুঙ্খনানুপুঙ্খ বর্ণনা, প্রতিটা সময়খণ্ডের ডিটেইল-সহ, তিনি নিজেই লিখে রেখে গেছেন তাঁর জার্নালের শেষতম খণ্ডে। মৃত্যুর আগে, 'নীল নোটবুক (১৯২৪-১৯৩৭) নামের তাঁর সেই জার্নালের পাঁচ খণ্ড পুড়িয়ে ফেলেছেন, পড়ে থেকেছে কেবল শেষ চারটি খণ্ড।

'রাত্রির অনুবাদ' তার শেষতম কবিতারই। সেই বইয়ের ইংরাজি সংস্করণের অনুবাদক রর্বাট জিলার লিখেছেন,

"With remarkable originality, [ Rabearivelo] synthesized Europe's prevailing urban surrealism with his own comparatively bucolic surroundings. In Rabearivelo we are offered... the wildly innovative imagery of modern realism, permeated with the essence of traditional oral poetry. When reading Rabearivelo, unlike many other Surrealist-influenced modern poets, we never feel that we've been given a superfluous disply of linguistic dexterity devoid of meaning... Here, we know, there is something of relevance being poetically manifested by a man isolated on an island, who wishes to communicate his thoughts to the rest of the world. His poems are often deceptively simple, uniquely surreal yet logical, both sensual and abstract– yet they always bear the distinction of being infused with undeniable sincerity."

সেই surreal yet logical, both sensual and abstract কবিতার সামান্য কিছু উদাহরণ রাখা থাকল এইখানে, বাংলা তর্জমায়।

রাত্রির অনুবাদ ১

একটা বেগুনি তারা জেগে ওঠে রাতের গভীরে—
রাতের প্রান্তরে ফুটে থাকে যেন এক রক্তরাঙা ফুল

জাগে, জাগে
তারপর ঘুমন্ত শিশুর হাত থেকে খসে যাওয়া এক কাগজের ঘুড়ির মতন হয়ে যায়

মনে হয়, এই বুঝি আসবে—
আবার এই বুঝি ফিরে যাবে
যেন বা ঝরে পড়ার মুহূর্ত ছোঁয়া কোনো ফুলের মতন...
তার রঙ খসে যাবে
হয়ে যাবে মেঘ, হয়ে যাবে সাদা
ছোটো হয়ে যাবে—
যেন কোনো হীরকখণ্ডের এক কোণের মতন সুর লিখবে শীর্ষবিন্দুর নীল
আয়নায়

যেখানে দেখা যাবে অসামান্য সে এক আলো
ছড়িয়ে দিচ্ছে
লাস্যময়ী ভোর